বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর রেলভূমি লিজ ও লাইসেন্স ফি আদায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ০৩(তিন) টি প্রকল্পের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে আয় ব্যয়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষা।

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১	২	৩
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট ফাইন্ডিংস	২
৫.	নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য	৩
৬.	প্রকল্প সমূহের বিবরণ	৪-৫
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৬
৮.	নিরীক্ষার সুপারিশমালা	৭
৯.	Abbreviations & Glossary	৮
১০.	দ্বিতীয় অধ্যায়	৯
১১.	অনুচ্ছেদ নম্বর (০১ থেকে ০৯)	১০-১৮
১২.	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	১৮

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এ্যামেন্ডমেন্ট) এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ______________________

খ্রিস্টাব্দ

(মাসুদ আহমেদ)

কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

বাংলাদেশ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ক) **প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রানাধীন রেলভূমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে (ফয়'স লেক-এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সিএনজি/ফিলিং স্টেশন, ইউএসটিসি, চক্ষু হাসপাতাল) বরাদ্দ প্রদান এবং লিজ ও লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষা ।**

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবামূলক সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ের রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হলো রেলওয়ের অব্যবহৃত জমি-জমা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেয়া। ভবিষ্যতে রেলওয়ের নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত হবে না এমন জমি-জমা বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেয়ার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আওতাভূক্ত ভূমি লিজ/ইজারা দেওয়ার দায়িত্ব পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-সম্পত্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত। ইজারা প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কনকর্ড গ্রুপ এর নিকট লিজ দেওয়া ফয়'স লেক, সিএনজি স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেওয়া হয়েছে। লিজ প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রেলভূমির লিজ দলিলাদির বাস্তবতা নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, যথাযথভাবে ইজারা প্রদান, সময়মত ও নিয়মিত লাইসেন্স ফি আদায়, দক্ষতার সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা রয়েছে। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনাদায়ী, দাবিহীন প্রাপ্য অর্থ ও অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম/ক্ষতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরীক্ষা'র জিজ্ঞাসা ইস্যু করা হয়। যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুতর আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম, অপচয় ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির উপর সঠিক মন্তব্য ও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি এবং অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক কার্যক্রম গৃহীত হয়নি, কেবলমাত্র সে সকল আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত ২০ টি আপত্তি ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উক্ত ২০টি আপত্তির মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনা করে ০৬ টি আপত্তিকে এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

খ) **বাংলাদেশে রেলওয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ০৩(তিন)টি প্রকল্পের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ইস্যুভিত্তিক এবং কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষাঃ**

তিনটি প্রকল্পঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দেশের বৃহত্তম যোগাযোগ মাধ্যম। এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিবেচিত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে রেলওয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা ও বেনাপোল স্টেশনের পুনর্বাসন অপরিহার্য হওয়ায়, তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এবং ২০০৭ সনের বন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কিছু রেলপথ, ব্রীজ/কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বর্ণিত ০৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

উক্ত ০৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে/হচ্ছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ানুবর্তিতা ও অন্যান্য কি আর্থিক অনিয়ম সংগঠিত হচ্ছে তা পরীক্ষা করার জন্য সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং- সিএজি/অডিট/রেলওয়ে/অডিট প্ল্যান/২০১৩-১৪/৫২৬(১৩)/১৬১৮; তারিখঃ ০২/৯/২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ০৩ টি প্রকল্পের ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় ৪২টি (১ম পর্যায়ে ৩১টি ও ২য় পর্যায়ে ১১টি) আপত্তি উত্থাপিত হয় যা অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ ০১ টি অনুচ্ছেদকে খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ এ পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট প্রতিবেদনের ১ম পর্যায়ে উত্থাপিত ৩১ টি আপত্তি ০৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৩/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। ২য় পর্যায়ের উত্থাপিত ১১টি আপত্তি ৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

কনটেইনার পরিবহনঃ

চট্টগ্রাম হতে ঢাকা এবং ঢাকা হতে চট্টগ্রাম রেলপথে কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ঢাকার কমলাপুরে ৩৭.২২ একর জমির উপর ICD (Inland Container Depot) স্থাপন করা হয়।

১৯৮৬-৮৭ সন হতে কন্টেইনার পরিবহন কাজ শুরু হয়। তবে কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ০২/৪/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির মেয়াদ ২০১০ সনে সমাপ্ত হয়। এরপর ০৯/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও রেলওয়ের অনেক পাওনা অর্থ অনাদায়ী রয়েছে যার ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা সরকারের বিপুল রাজস্ব আদায় ব্যাহত/ক্ষতি হচ্ছে। সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং- সিএজি/অডিট/রেলওয়ে/অডিট প্ল্যান/২০১৩-১৪/৫২৬(১৩)/১৮৫৪; তারিখঃ ১৪/৫/২০১৪ খ্রিঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী উল্লেখিত বিষয়ে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার জন্য ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের হিসাব ও কর্মকান্ডের (আয় ও ব্যয়ের) উপর বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় মোট ১১টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। যা অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ গুরুত্বানুসারে ০২ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদকে খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ এ পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত ১১ টি আপত্তি ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট আপত্তিতে সংগঠিত অনিয়ম, আর্থিক ক্ষতি, অপচয় ও বিধি বিধানের ব্যত্যয়, অনিয়ম সংগঠনের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, অনাদায়ী/ক্ষতির অর্থ আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের এই সেক্টরে বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে রেলওয়েকে একটি লাভজনক ও সর্বাধিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ____________________

খ্রিস্টাব্দ

(নূরুন নাহার)

মহাপরিচালক

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

মহাপরিচালকের বক্তব্য

ক) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রানাধীন রেলভূমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে (ফয়'স লেক-এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সিএনজি/ফিলিং স্টেশন, ইউএসটিসি, চক্ষু হাসপাতাল) বরাদ্দ প্রদান এবং লিজ ও লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষা ।

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবামূলক সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ের রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হলো রেলওয়ের অব্যবহৃত জমি-জমা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেয়া। ভবিষ্যতে রেলওয়ের নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত হবে না এমন জমি-জমা বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেয়ার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আওতাভূক্ত ভূমি লিজ/ইজারা দেওয়ার দায়িত্ব পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-সম্পত্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত। ইজারা প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কনকর্ড গ্রুপ এর নিকট লিজ দেওয়া ফয়'স লেক, সিএনজি স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেওয়া হয়েছে। লিজ প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রেলভূমির লিজ দলিলাদির বাস্তবতা নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, যথাযথভাবে ইজারা প্রদান, সময়মত ও নিয়মিত লাইসেন্স ফি আদায়, দক্ষতার সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা রয়েছে। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনাদায়ী, দাবিহীন প্রাপ্য অর্থ ও অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম/ক্ষতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরীক্ষা'র জিজ্ঞাসা ইস্যু করা হয়। যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুতর আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম, অপচয় ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির উপর সঠিক মন্তব্য ও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি এবং অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক কার্যক্রম গৃহীত হয়নি, কেবলমাত্র সে সকল আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত ২০ টি আপত্তি ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

খ) বাংলাদেশে রেলওয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ০৩(তিন)টি প্রকল্পের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ইস্যুভিত্তিক এবং কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষাঃ

তিনটি প্রকল্পঃ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দেশের বৃহত্তম যোগাযোগ মাধ্যম। এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিবেচিত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে রেলওয়ের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা ও বেনাপোল স্টেশনের পুনর্বাসন অপরিহার্য হওয়ায়, তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এবং ২০০৭ সনের বন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কিছু রেলপথ ব্রীজ/কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বর্ণিত ০৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

উক্ত ০৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে/হচ্ছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ানুবর্তিতা ও অন্যান্য কি আর্থিক অনিয়ম সংগঠিত হচ্ছে তা পরীক্ষা করার জন্য সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং-সিএজি/অডিট/রেলওয়ে/অডিট প্ল্যান/২০১৩-১৪/৫২৬(১৩)/১৬১৮; তারিখঃ ০২/৯/২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক সেপ্টেম্বর/২০১৩

হতে অক্টোবর/২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ০৩ টি প্রকল্পের ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় ৪২টি (১ম পর্যায়ে ৩১টি ও ২য় পর্যায়ে ১১টি) আপত্তি উত্থাপিত হয় যা অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ ০১ টি অনুচ্ছেদকে খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ এ পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট প্রতিবেদনের ১ম পর্যায়ে উত্থাপিত ৩১ টি আপত্তি ০৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৩/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। ২য় পর্যায়ের উত্থাপিত ১১টি আপত্তি ৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

কনটেইনার পরিবহনঃ

চট্টগ্রাম হতে ঢাকা এবং ঢাকা হতে চট্টগ্রাম রেলপথে কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ঢাকার কমলাপুরে ৩৭.২২ একর জমির উপর ICD (Inland Container Depot) স্থাপন করা হয়।

১৯৮৬-৮৭ সন হতে কন্টেইনার পরিবহন কাজ শুরু হয়। তবে কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ০২/৪/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির মেয়াদ ২০১০ সনে সমাপ্ত হয়। এরপর ০৯/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও রেলওয়ের অনেক পাওনা অর্থ অনাদায়ী রয়েছে যার ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা সরকারের বিপুল রাজস্ব আদায় ব্যাহত/ক্ষতি হচ্ছে। সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং- সিএজি/অডিট/রেলওয়ে/অডিট প্ল্যান/২০১৩-১৪/৫২৬(১৩)/১৮৫৪; তারিখঃ ১৪/৫/২০১৪ খ্রিঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী উল্লেখিত বিষয়ে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার জন্য ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ খ্রিঃ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের হিসাব ও কর্মকান্ডের (আয় ও ব্যয়ের) উপর বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় মোট ১১টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। যা অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ গুরুত্বানুসারে ০২ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদকে খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ এ পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত ১১ টি আপত্তি ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট আপত্তিতে সংগঠিত অনিয়ম, আর্থিক ক্ষতি, অপচয় ও বিধি বিধানের ব্যত্যয়, অনিয়ম সংগঠনের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, অনাদায়ী/ক্ষতির অর্থ আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের এই সেক্টরে বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে রেলওয়েকে একটি লাভজনক ও সর্বাধিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ______________________

খ্রিস্টাব্দ

(নূরুন নাহার)

মহাপরিচালক

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়
(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট ফাইন্ডিংস
(Audit Findings)

অনুচ্ছেদ নং	শিরোনাম	জড়িত টাকা (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩
	ফয়'স লেক	
১.	লিজ চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাপ্য অর্থ আদায় না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	২৩.১১ লক্ষ
২.	কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক অবৈধভাবে নির্মিত ১২০ টি দোকান/হোটেল/রেষ্ট হাউস বিধি মোতাবেক লিজ প্রদান করে ভাড়া আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	---
৩.	চুক্তির শর্ত মোতাবেক বিক্রয়ের পাওনা টাকা কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ'র নিকট হতে আদায় না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব ক্ষতি ।	৩৯.৪৫ লক্ষ
৪.	কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক লিজ মানি বাবদ বাংলাদেশ রেলওয়ে'কে প্রাপ্য অর্থের চেয়ে কম অর্থ প্রদান করায় ক্ষতি ।	৬৫.৬৭ লক্ষ
৫.	চুক্তি মোতাবেক লিজ ট্রান্সফার ফি আদায় না করায় রেলওয়ের ক্ষতি।	১১.৫২ লক্ষ
৬.	চুক্তির শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিএনজি স্টেশন স্থাপন ও চালু না করার পরও চুক্তি বাতিল করে খোলা বাণিজ্যিক ভূমির লাইসেন্স প্রদান নীতিমালায় লিজ/লাইসেন্স না দেয়ায় রেলওয়ের ক্ষতি।	১২.১৪ লক্ষ
	০৩ টি প্রকল্প	
৭.	১১৯৫ টি কাঠের স্লীপার ভূয়া ইস্যু দেখানোর ফলে আদায়যোগ্য।	২১.৭৪ লক্ষ
	কন্টেইনার পরিবহন	
৮.	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকার আয়ের রেলওয়ে হিস্যা বাবদ অনাদায়ী।	৫৩৭৭.৪৫ লক্ষ
৯.	ঢাকাস্থ আইসিডিতে কাস্টমস কর্তৃক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিস্যা না পাওয়ায় অনাদায়।	১৩০.০৮ লক্ষ
	সর্বমোট =	**৫৬৮১.১৬** লক্ষ

নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান	ঃ	(ক) প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, সিআরবি, চট্টগ্রাম। (খ) বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ০৩ টি প্রকল্প । (গ) বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনার পরিবহন ।
নিরীক্ষার প্রকৃতি	ঃ	বিশেষ
নিরীক্ষার অর্থ বছর	ঃ	(ক) ফয়'স লেক- ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত
	ঃ	(খ) ০৩টি প্রকল্প- ২০০৮-০৯ হতে ২০১০-১১
	ঃ	(গ) কন্টেইনার পরিবহন- ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২
প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ	ঃ	(ক) ফয়'স লেকঃ ০৫-০৫-২০১৪ হতে ০৩-০৬-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত (খ) ৩টি প্রকল্পঃ ২৫-০৬-২০১২ হতে ০৫-০৭-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত (গ) কন্টেইনার পরিবহন ঃ ১৫-১১-২০১২ হতে ২৭-১১-২০১২ খ্রিঃ পর্যন্ত
নিরীক্ষার সময়	ঃ	৭-৯-২০১৪ হতে ৭-০১-২০১৫ খ্রিঃ
নিরীক্ষার কৌশল	ঃ	রেকর্ডপত্র পরীক্ষা, সাক্ষাৎকার ও বিশ্লেষণ ।
নিরীক্ষা দলের সদস্য সংখ্যা	ঃ	**(ক) ফয়'স লেক ঃ** (১) জনাব মোঃ সাদাকাত উল্লাহ, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও দলনেতা। (২) জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, এসএএস সুপার ও সদস্য। (৩) জনাব উজ্জ্বল কান্তি পাল, অডিটর ও সদস্য।
		(খ) ০৩টি প্রকল্প ঃ (১) জনাব মোঃ আককাছ আলী প্রামানিক, উপ-পরিচালক ও দলনেতা। (২) জনাব কাজী রশিদুল আজম, সহকারী পরিচালক ও উপ-দলনেতা। (৩) জনাব আব্দুস সবুর খান, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও উপ-দলনেতা। (৪) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও উপ-দলনেতা। (৫) জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, সুপার (চঃ দাঃ) ও সদস্য। (৬) জনাব সোহাগ পারভেজ, অডিটর ও সদস্য। (৭) জনাব মাহমুব আলম প্রামাণিক, অডিটর ও সদস্য।
		(গ) কন্টেইনার পরিবহন ঃ (১) জনাব সুব্রতা অধিকারী, সহকারী পরিচালক ও দলনেতা। (২) জনাব মোঃ আনিছুর রহমান, নিরীক্ষা ও হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা ও সদস্য। (৩) জনাব মোঃ নিজাম উদ্দিন, এসএএস সুপারিনটেনডেন্ট ও সদস্য।
নিরীক্ষা তথ্য সংগ্রহের কৌশল		চেকলিষ্ট প্রণয়ন করতঃ চাহিদা পত্র ইস্যু করণ, আলোচনা।
নিরীক্ষা সার্বিক তত্ত্বাবধানে		মহাপরিচালক, রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর।

(তিন) টি প্রকল্প ও কন্টেইনার পরিবহনের পর্যালোচনা

নিরীক্ষিত প্রকল্পসমূহ/প্রতিষ্ঠান ঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্প/প্রতিষ্ঠানের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	নিরীক্ষার অর্থ বছর	নিরীক্ষার সময়কাল	মন্তব্য
১.	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধা উন্নত করণ প্রকল্প।	০১/০৭/২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত	২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১	১১/৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/১০/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত	
২.	তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ নির্মাণ প্রকল্প।	০১/০৭/১৯৯৯ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত	২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১	১১/৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ০৭/১০/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত	
৩.	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কাজের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প/২০০৭।	০১/১১/২০০৭ খ্রিঃ হতে ৩০/০৬/২০১১ খ্রিঃ পর্যন্ত	২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১	১৫/৯/২০১৩ খ্রিঃ হতে ২৪/১০/২০১৩ খ্রিঃ পর্যন্ত	
৪.	বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনার পরিবহনের আয় ও ব্যয়ের হিসাব।	-	২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২	০২/০৬/২০১৪ খ্রিঃ হতে ২৯/০৬/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত	

প্রকল্পের বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	পিপি/সংশোধিত পিপি অনুযায়ী মোট বরাদ্দ	সর্বমোট ব্যয়	মন্তব্য
০১.	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধা উন্নত করণ প্রকল্প।	৪০০৯.৫৩ লক্ষ (মূলপিপি অনুযায়ী)	১৬৯২.৯৬ লক্ষ	চলমান
০২.	তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ নির্মাণ প্রকল্প।	২১৬০৮.৫৯ লক্ষ (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী)	২১০৫৫.৩৯ লক্ষ	ইতোপূর্বে উক্ত প্রকল্পটি সিএজি কার্যালয়ের ০৩/০৮/২০০৯ খ্রিঃ তারিখের সিএজি/ অডিট/ পরিকল্পনা/রেলওয়ে/২০০৮-০৯/ ৩৭৭ (০৮)/৫২৯; নং স্মারকের নির্দেশক্রমে ১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৮-০৯ পর্যন্ত সময়ের হিসাব বিশেষ নিরীক্ষাপূর্বক বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেলের বিশেষ অডিট রিপোর্ট ২০১০-২০১১ তৈরীপূর্বক মহান জাতীয় সংসদে পেশ করা হয়েছে। উক্ত বিশেষ রিপোর্ট পর্যন্ত প্রকল্প কাজের অগ্রগতি ছিল ৯৩% এবং ব্যয় ১৯৪,৪৬,৫৫,০০০/- টাকা।
০৩.	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কাজের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প/২০০৭।	৩৯৩৭.২৭ লক্ষ (সংশোধিত পিপি অনুযায়ী)	১১৬০.৯১ (পূর্ব) ২৪৮৭.১৯ (পশ্চিম) ৩৬৪৮.১০ লক্ষ	সমাপ্ত

০৩ (তিন)টি প্রকল্পের সংগে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণের নাম ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্প পরিচালকের নাম	পদবী	প্রকল্প পরিচালক হিসেবে কার্যকাল
০১.	খুলনা রেলওয়ে স্টেশন ও ইয়ার্ড রিমডেলিং এবং বেনাপোল রেলওয়ে স্টেশনের অপারেশনাল সুবিধা উন্নত করণ প্রকল্প।	জনাব মোঃ নুরুল আমিন	প্রধান প্রকৌশলী/পিডি	৯/৭/০৫ হতে ৭/১০/০৮
		জনাব মোঃ আনহার মাহমুদ	ঐ	৭/১০/০৮ হতে ৮/০২/১০
		জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	ঐ	৮/০২/১০ হতে ০২/৩/১১
		জনাব মোজাম্মেল হক	ঐ	০৩/৩/১১ হতে ০৪/৫/১১
		জনাব কাজী মোঃ রফিকুল আলম	ঐ	০৪/৫/১১ হতে ১২/৪/১৪
০২.	তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেলওয়ে সংযোগ নির্মাণ প্রকল্প।	জনাব মোঃ আবুল কাসেম	প্রকল্প পরিচালক	০২/১/০৮ হতে ০৩/৩/১১
		জনাব মোঃ খায়রুল আলম	ঐ	৩/৩/১১ হতে ৩০/৬/১১
০৩.	বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কাজের জরুরী পুনর্বাসন প্রকল্প/২০০৭।	জনাব এম এ কাসেম	প্রকল্প পরিচালক (পূর্ব)	১/৭/০৭ হতে ২/১/০৮
		জনাব নুর মোহাম্মাদ	ঐ	২/১/০৮ হতে ১/১/১০
		জনাব এম এ কাসেম	ঐ	৬/১/১০ হতে ৪/২/১০
		জনাব ইউসুফ আলী মৃধা	ঐ	৪/২/১০ হতে ১৩/১/১১
		জনাব মোঃ নুরুল আমিন	প্রকল্প পরিচালক (পশ্চিম)	৯/৭/০৫ হতে ৭/১০/০৮
		জনাব মোঃ আনহার মাহমুদ	ঐ	৭/১০/০৮ হতে ০৮/২/১০
		জনাব মোঃ আমজাদ হোসেন	ঐ	০৮/২/১০ হতে ০২/৩/১১
		জনাব মোজাম্মেল হক	ঐ	০২/৩/১১ হতে ০৪/৫/১১
		জনাব কাজী মোঃ রফিকুল আলম	ঐ	৪/৫/১১ হতে ৩০/৬/১১

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ
(Causes of Irregularities and Losses)

(ক) ফয়'স লেকঃ

১. সঠিকভাবে হিসাব সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা।

২. প্রাপ্য টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের অভাব।

৩. ত্রুটিপূর্ণ লিজ চুক্তি সম্পাদন করা।

৪. ভূমি নীতিমালা ও চুক্তিপত্রের শর্তাবলী সঠিকভাবে অনুসরণ না করা।

(খ) ০৩টি প্রকল্প ও কন্টেইনার পরিবহনঃ

১. পিপিআর/২০০৮, রেলওয়ে কোডাল রুল ও পরিপত্রসহ অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশাবলী পরিপালনে শৈথিল্য।

২. ঘাটতি ও অনাদায় সম্পর্কিত অনিয়ম উদঘাটিত হওয়া সত্ত্বেও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৩. চুক্তির শর্ত লংঘন করে মালামাল ক্রয় করা সত্ত্বেও দায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

৪. ঠিকাদারকে লাভবান করার জন্য বিভিন্ন অনৈতিক কৌশল অবলম্বন করা।

৫. যথাসময়ে দরপত্র আহ্বান না করা এবং চুক্তি সম্পাদন না করা।

৬. প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ ছাড়াই মালামাল ক্রয় করা।

নিরীক্ষার সুপারিশমালা

(ক) ফয়'স লেকঃ

১. সঠিকভাবে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রয়োজন।

২. লিজ গ্রহীতারদের নিকট হতে প্রাপ্য টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন।

৩. সম্পাদিত চুক্তিপত্র ও ভূমি বরাদ্দ নীতিমালা যথাযথ ভাবে অনুসরণ করা প্রয়োজন।

(খ) ০৩ টি প্রকল্প ও কন্টেইনার পরিবহনঃ

১. সরকারী অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে রেলওয়ে জেনারেল কোড ও জেনারেল ফিন্যান্সিয়াল রুলে বর্ণিত Canons of financial propriety এর প্রতি রেলওয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

২. এ রিপোর্টে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষয়-ক্ষতিসহ অডিট কর্তৃক উত্থাপিত সকল অডিট আপত্তিতে বর্ণিত অনিয়ম ও ক্ষতির জন্য যথাযথভাবে দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে যথোপযুক্ত আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ ও ক্ষতি নিয়মানুগের ব্যবস্থা করে অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৩. ঘাটতিকৃত মালামালের মূল্যসহ অনাদায়ী অর্থ আদায় করা প্রয়োজন।

৪. পিপিআর, পিপিএ, রেলওয়ে কোডাল রুল, রেলপথ মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করা আবশ্যক।

৫. অনিয়মিতভাবে ক্রয়ের/কাজের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

ম্যানেজম্যান্ট ইস্যু

- দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।
- বিভিন্ন পূর্ত কাজে চুক্তির শর্ত লংঘন।
- দরপত্রের শর্ত লংঘন ও প্রকৌশল কোডের বিধি বিধান প্রতিপালনে অক্ষমতা ও অনিয়ম।
- স্টকশীট অনিষ্পন্ন রাখা ও অনিয়মিতভাবে মালামাল ক্রয়।
- প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রীতা ও অব্যবস্থাপনা।
- প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ব্যর্থতা।

Abbreviations & Glossary

BOT	:	Build, Operate & Transfer
CNG	:	Compressed Natural Gas
CEO	:	Chief Estate Officer.
COS	:	Controller of Stores.
CPTU	:	Central Procurement and Technical Unit.
DEO	:	Divisional Estate Officer
DPP	:	Development Project Proforma
DPM	:	Direct Procurement Method.
ICD	:	Inland Container Depot.
MOU	:	Memorendum of Understanding.
MGMCL	:	Maddhapara Granite Mining Co. Ltd.
OTM	:	Open Tendering Method.
PPR	:	Public Procurement Rules
RDPP	:	Revised Development Project Proforma.
TEC	:	Tender Evaluation Committee.
USTC	:	University of Science and Technology Chittagong

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

অনুচ্ছেদ ঃ ০১

শিরোনাম ঃ

লিজ চুক্তি মোতাবেক বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাপ্য অর্থ আদায় না করায় ২৩.১১ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফয়'স লেক লিজ প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব ০৭/৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দ্বি-পক্ষীয় (বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন) ও ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি (বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও কনকর্ড গ্রুপ কোং লিঃ) প্রাপ্তি, পরিশোধসমূহ ও পে-অর্ডার, সংশ্লিষ্ট নথি এবং অন্যান্য কাগজ পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, প্রদত্ত লিজকৃত সম্পত্তির লিজের অনুকূলে প্রাপ্য অর্থের যথাযথ হিসাব রাখা হয়নি। ফলে চুক্তি সম্পাদন হতে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত ২৩,১১,৪৯৮/- টাকা লিজমানি হতে বঞ্চিত হয়।
- চুক্তির ৩(১) নং অনুচ্ছেদ মোতাবেক ফয়'স লেক এর বিপরীতে জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ১,৭১,১২,৯২০/- টাকা লিজমানি প্রাপ্য ছিল। কিন্তু একই সময়ে ১,৭১,১২,৯২০/- টাকার স্থলে ১,৪৮,০১,৪২২/- টাকা প্রাপ্ত হয়।
  ফলে (১,৭১,১২,৯২০ - ১,৪৮,০১,৪২২) = ২৩,১১,৪৯৮/- টাকা কম প্রাপ্ত হয় [পরিশিষ্ট -১(১) সংযুক্ত]।
- ২০০৩ খ্রিঃ হতে জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত উক্ত কম প্রাপ্ত লিজমানি পাওয়ার ব্যাপারে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কর্তৃক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করায়, এ সম্পর্কিত কোন হিসাব সংরক্ষণ না করায় উক্ত কম প্রাপ্ত টাকা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট অফিসে কোন হদিস না থাকায় রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
  চুক্তির ১৩ নং শর্ত অনুযায়ী পৌর কর, ভূমি কর, ভ্যাট ও আইটিসহ সকল প্রকার স্থানীয় কর ও অন্যান্য কর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক পরিশোধ করার কথা।

অনিয়মের কারণঃ

- ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির শর্ত ৩(১) নং মোতাবেক উক্ত লিজ মানির টাকা আদায় না করায় অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- লিজ প্রিমিয়াম ও গ্রস সেইলের আয় যথাযথ ভাবে ২:১ হারে আদায় করায় এতে কোন আর্থিক ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়নি।
- রেজিষ্টার সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
- চুক্তি পত্রের ১৩ নং শর্তানুসারে পৌর কর, ভ্যাট ও আইটিসহ সকল প্রকার স্থানীয় কর ডেভোলপার প্রতিষ্ঠান তথা ৩য় পক্ষ যথা নিয়মে পরিশোধ করে আসছে। এ ক্ষেত্রে রেলওয়ের কোন সংশ্লিষ্টতা নেই তবে ভূমি উন্নয়ন কর উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় করে এসি ল্যান্ড/তহশিলদার অফিসে পরিশোধ করার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও কনকর্ড গ্রুপ এর মধ্যে সম্পাদিত ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ৩(১) নং শর্ত মোতাবেক মোট লিজ মানি এর ২/৩ অংশ রেলওয়ের প্রাপ্য। উক্ত শর্তানুযায়ী বাংলাদেশ রেলওয়ে ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত লিজ মানি বাবদ প্রাপ্য ও প্রাপ্ত অর্থ পরিশিষ্ট -১(১)'তে দেখানো হয়েছে। এতদ্সত্বেও ২:১ হারে লিজ মানি আদায় হয়েছে মর্মে জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক কনকর্ড গ্রুপ হতে পাওনা অর্থ আদায় করতঃ ও দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।
  সঠিকভাবে রেজিস্টার নির্বাহ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০২

শিরোনাম ঃ

কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক অবৈধভাবে নির্মিত ১২০ টি দোকান/হোটেল/রেষ্ট হাউস বিধি মোতাবেক লিজ প্রদান করে ভাড়া আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ

- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফয়'স লেক লিজ প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩ - ২০১৪ খ্রিঃ এর হিসাব ০৭/০৯/২০১৪ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে দ্বি-পক্ষীয় চুক্তি (বাংলাদেশ রেলওয়ে ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন), ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি (বাংলাদেশ রেলওয়ে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও কনকর্ড গ্রুপ), প্রাপ্তি ও পরিশোধ সমূহ এবং অন্যান্য কাগজ পত্র পর্যালোচনা ও সরেজমিনে পরিদর্শনে পরিলক্ষিত হয় যে, পাহাড়তলীস্থ ফয়'স লেক এর প্রবেশ মুখের (প্রবেশের সময়) ডান পার্শ্বে অবৈধভাবে কনকর্ড বিল্ডিং নং-১ হতে কনকর্ড বিল্ডিং নং-৮ পর্যন্ত নির্মাণ করে ১২০টি দোকান/হোটেল/রেষ্ট হাউসের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়। রেলওয়ের প্রাপ্যতা রেলওয়ে তথা সরকারের খাতে জমা করা হয়নি।
- পাহাড়তলীস্থ ফয়'স লেক এর এপ্রোচ রোড/প্রবেশ মুখের ডান পার্শ্বে অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ করে কনকর্ড বিল্ডিং নং-১ হতে কনকর্ড বিল্ডিং নং-৮ নামকরণ করা হয়েছে।
- অবৈধভাবে বিল্ডিং নির্মাণ করে প্রায় ১২০টি দোকান ও হোটেল ভাড়া প্রদান করা হয়। যা চুক্তির শর্ত ও রেলওয়ে ভূমি বরাদ্দ নীতিমালা/২০০৬ এর পরিপন্থী।
- কনকর্ড গ্রুপের একজন প্রতিনিধি প্রতিমাসে উক্ত ভাড়া উত্তোলন করেন। দোকান মালিকদের সাথে আলাপকালে জানা যায় যে দোকানগুলোর সর্বনিম্ন ভাড়া ৪,০০০/- টাকা ও সর্বোচ্চ ভাড়া ৮,০০০/- টাকা।
- ফয়'স লেক লিজ প্রদানকালে দোকানগুলোসহ লিজ প্রদান করা হয়নি। অপরদিকে লিজকৃত সম্পত্তি পুনঃ লিজ বা ভাড়া দেওয়ার বিধান নেই এবং চুক্তিপত্রেও তা উল্লেখ নেই।
- ফয়'স লেক হতে সংগৃহীত মাসিক প্রাপ্তির বিবরণী হতে পরিলক্ষিত হয় যে, উক্ত বিবরণীর কোথাও আপত্তিকৃত ভাড়া অন্তর্ভূক্ত হয় নি।
- ফয়'স লেক কনকর্ড গ্রুপের নিকট হস্তান্তর করা হয় ১০/৩/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে। সে হিসাবে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত অর্থাৎ ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময় দাড়ায় ১১ বৎসর বা ১৩২ মাস।

অনিয়মের কারণঃ

- রেলওয়ে ভূমি বরাদ্দ নীতিমালা-২০০৬ (যা ২০০৩ থেকে কার্যকর) ও ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির শর্ত মোতাবেক প্রকল্প বাস্তবায়ন না হওয়ায় এবং রেলওয়ে কর্মকর্তাগণের সুনির্দিষ্ট মনিটরিং ও সুপারভিশনের অভাবে এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে বা হচ্ছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দোকানগুলো আগ্রহী ব্যক্তির নামে বরাদ্দ প্রদান করায় তাদের নিকট থেকে ২:১ হারে এ পর্যন্ত আয়ের মধ্যে রেলওয়ে'র প্রাপ্য টাকা আদায় করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। ১২০টি দোকান/হোটেল/রেষ্ট হাউসের ভাড়া বাবদ রেলওয়ের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের সমর্থনে কোন প্রমাণক প্রদান করা হয়নি বিধায় উত্থাপিত আপত্তিটি নিস্পত্তিযোগ্য নয়। ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ কনকর্ড গ্রুপ হতে উক্ত টাকা আদায়পূর্বক ও পরবর্তী গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রমাণকসহ অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক। বিধি মোতাবেক লিজ প্রদান করে রেলওয়ের পাওনা নির্ধারণ ও আদায় করতে হবে।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৩

শিরোনাম ঃ

চুক্তির শর্ত মোতাবেক বিক্রয়ের মোট পাওনা টাকা কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ এর নিকট হতে আদায় না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৯.৪৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফয়'স লেক লিজ প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব ০৭/৯/২০১৪ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে দ্বি-পক্ষীয় (বাংলাদেশ রেলপথ ও বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন) ও ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি (বাংলাদেশ রেলপথ, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও কনকর্ড গ্রুপ), প্রাপ্তি ও পরিশোধসমূহ এবং অন্যান্য কাগজ পত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, যথাযথভাবে পাওনাদি বুঝে না পাওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের ৩৯,৪৫,৩১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয় [পরিশিষ্ট- ৩(১) সংযুক্ত]। নভেম্বর/২০০৪ হতে মার্চ/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত মোট বিক্রয়ের (প্রবেশের টিকেট, বিভিন্ন রাইডার, হোটেল ও ইত্যাদি বিক্রয়ের) পরিমাণ ৭৯,৪২,২৩,২৭৮/- টাকা।
- ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ৩(১) নং শর্তমতে মোট বিক্রয়ের ৩% এর ৩ ভাগের ২ ভাগ অর্থ বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রদান করার শর্ত আছে। সে শর্ত অনুযায়ী ৭৯,৪২,২৩,২৭৮/- টাকার ৩% এর ২/৩ ভাগ অর্থ হলো ১,৫৮,৮৪,৪৬৫/- টাকা।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে নভেম্বর/২০০৪ হতে মার্চ/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত অর্থ প্রাপ্ত হয়েছে ১,১৯,৩৯,১৫৫/-টাকা। অর্থাৎ (১,৫৮,৮৪,৪৬৫ - ১,১৯,৩৯,১৫৫) = ৩৯,৪৫,৩১০/- টাকা কম প্রাপ্ত হয়েছে, যা রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত।
- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ে নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত কম পাওয়া অর্থ আদায়ের ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয় পরিলক্ষিত হয়নি।
- এফএএন্ডসিও/টিএ/চট্টগ্রাম এর পত্র নং-টিএ/আই/বিবিধ(টিআইএ)/৯৮; তারিখঃ ২৯/০৪/২০১৪ খ্রিঃ এবং টিএ/এস্টেট/ফয়েজ লেক/২০০৩; তারিখঃ ১৩/০১/২০০৩ খ্রিঃ এর মাধ্যমে সুস্পষ্ট পরামর্শ থাকা সত্বেও পাওনা আদায়ের ব্যাপারে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ৩(১) নং শর্তমতে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ এর নিকট হতে আদায় করার ব্যবস্থা না করায় এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নভেম্বর/২০০৪ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী ২:১ হারে লিজ প্রিমিয়াম ও গ্রস সেইল হিসাব প্রাপ্ত অর্থ রেলওয়ে'কে পরিশোধ করেছে। এই বিষয়টি খতিয়ে দেখা যেতে পারে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চুক্তি মোতাবেক মোট বিক্রয়ের ৩% এর ২/৩ অংশ হারে পাওনা নিয়মিত ভাবে কনকর্ড গ্রুপ হতে না পাওয়ায় ও বিষয়টি সম্পর্কে প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম অবহিত নন বিধায় জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ এর নিকট হতে পাওনা টাকা আদায়পূর্বক এবং আদায়ে ব্যর্থতার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৪

শিরোনাম ঃ

কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক লিজ মানি বাবদ বাংলাদেশ রেলওয়ে কে প্রাপ্য অর্থের চেয়ে কম অর্থ প্রদান করায় ৬৫.৬৭ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের ফয়'স লেক লিজ প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব ০৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত বিশেষ নিরীক্ষাকালে কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক প্রদত্ত লিজ মানির ও বিক্রয়ের (প্রবেশ মূল্য, রাইডার টিকেট,স্পীড বোট, হোটেল ভাড়া ইত্যাদি) হিসাব পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ে'কে লিজ মানি বাবদ প্রাপ্য টাকার চেয়ে কম পরিশোধ করায় ৬৫,৬৭,২১০/- টাকা ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট -৪(১) সংযুক্ত]।
- ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ৩(১) শর্ত মোতাবেক সর্বক্ষেত্রে বাংলাদেশ রেলওয়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থের দ্বিগুন হারে অর্থ প্রাপ্য হবে।
- লিজ মানি বাবদ এ পর্যন্ত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন'কে ১,১৪,৯৯,৯৯৭/- টাকা প্রদান করা হয়। সে অনুযায়ী লিজ মানি বাবদ বাংলাদেশ রেলওয়ের প্রাপ্য ছিল (১,১৪,৯৯,৯৯৭ × ২) = ২,২৯,৯৯,৯৯৪/- টাকা।
- কনকর্ড গ্রুপ কর্তৃক প্রদত্ত একই হিসাব বিবরণ হতে দেখা যায় যে, লিজ মানি বাবদ বাংলাদেশ রেলওয়ে'কে প্রদান করা হয়েছে ১,৬০,০০,০০০/- টাকা। প্রদত্ত হিসাবের পূর্বে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক বাংলাদেশ রেলওয়ে'কে লিজ মানি বাবদ আরও ৪,৩২,৭৮৪/- টাকা প্রদান করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ রেলওয়ে এ পর্যন্ত লিজ মানি বাবদ প্রাপ্ত হয়েছেন (১,৬০,০০,০০০ + ৪,৩২,৭৮৪) = ১,৬৪,৩২,৭৮৪/- টাকা। লিজ মানি বাবদ বাংলাদেশ রেলওয়ের পাওয়ার কথা ছিল ২,২৯,৯৯,৯৯৪/- টাকা। কিন্তু বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রদান করা হয়েছে ১,৬৪,৩২,৭৮৪/- টাকা। ফলে (২,২৯,৯৯,৯৯৪ - ১,৬৪,৩২,৭৮৪) = ৬৫,৬৭,২১০/-টাকা কম প্রাপ্ত হওয়ায় ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত।
- উক্ত ক্ষতির টাকা পাওয়ার জন্য নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব কর্তৃক কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- ত্রি-পক্ষীয় চুক্তির ৩(১) নং শর্তমতে কনকর্ড এন্টারটেইনমেন্ট কোঃ লিঃ এর নিকট হতে লিজের টাকা আদায় করার ব্যবস্থা না করায় এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ত্রি-পক্ষীয় চুক্তি পত্রে ২:১ হারে মোট আয়ের টাকা পরিশোধের বিধান রাখায় তদানুযায়ী সমুদয় অর্থ প্রতি বছর আদায়ের কারণে ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ৬৫,৬৭,২১০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়নি। সঠিক তথ্য নির্ভর না হওয়ায় আপত্তিটি নিষ্পত্তিযোগ্য ।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সর্বক্ষেত্রে লিজ মানি বাবদ ২:১ হারে বাংলাদেশ রেলওয়ে ও পর্যটন কর্পোরেশনের প্রাপ্য। যেহেতু আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন লিজ মানি বাবদ ১,১৪,৯৯,৯৯৭/- টাকা প্রাপ্ত হয়েছেন সেহেতু বাংলাদেশ রেলওয়ের পাওনার পরিমাণ দাঁড়ায় দ্বিগুন হারে ২,২৯,৯৯,৯৯৪/- টাকা। প্রদান করা হয়েছে ১,৬৪,৩২,৭৮৪/- টাকা অর্থাৎ কম পেয়েছে ৬৫,৬৭,২১০/- টাকা। জবাব তথ্য ভিত্তিক ও যৌক্তিক না হওয়ায় নিষ্পত্তি যোগ্য নয়। ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক আপত্তিকৃত অর্থ কনকর্ড গ্রুপ হতে আদায়করতঃ দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৫

শিরোনাম ঃ

চুক্তি মোতাবেক লিজ ট্রান্সফার ফি আদায় না করায় রেলওয়ের ১১.৫২ লক্ষ টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপনের জন্য লিজ প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব ০৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, লিজ ট্রান্সফার ফি চুক্তি মোতাবেক আদায় না করায় ১১,৫২,০০০/- টাকা ক্ষতি হয়েছে।
- রেলওয়ের ০.৪৯৫ একর বা ১.৫০ বিঘা ভূমিতে সিএনজি রিফুয়েলিং ষ্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপনের নিমিত্ত জনাব খলিলুর রহমান, ১৬, হাজী আমীর আলী চৌধুরী রোড, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রামের সহিত বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে গত ১২/০১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে লাইসেন্স ফি বিঘা প্রতি মাসিক ৪২,০০০/- টাকা হারে চুক্তি সম্পাদিত হয়।
- লিজ গ্রহীতার লিজ ট্রান্সফারের আবেদনের প্রেক্ষিতে ০১/০৯/২০০৪ খ্রিঃ তারিখে রহমান সিএনজি কোঃ লিঃ এর সহিত রেলওয়ের লিজ ট্রান্সফার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।
- চুক্তির ২ ও ১১ নং শর্ত মোতাবেক লিজ ট্রান্সফারের সময় লাইসেন্স ফি এর ২ বছরের সমপরিমাণ অর্থাৎ ১৫,১২,০০০/- টাকা নামজারী ফি হিসেবে জমা নেয়ার কথা।
- কিন্তু লিজ ট্রান্সফার চুক্তি সম্পাদন কালে নামজারী ফি হিসেবে নেয়া হয়েছে মাত্র ৩,৬০,০০০/- টাকা। সুতরাং কম নেয়া হয়েছে (১৫,১২,০০০ - ৩,৬০,০০০/-) = ১১,৫২,০০০/- টাকা যা ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত [পরিশিষ্ট-৫(১) সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণঃ

- লিজ চুক্তির ২ ও ১১ নং শর্তমতে জনাব খলিলুর রহমান, ১৬, হাজী আমীর আলী চৌধুরী রোড, খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রামের নিকট হতে লিজ ট্রান্সফার ফি আদায় করার ব্যবস্থা না করায় এই অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ১৩/১১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে সিএনজি সংক্রান্ত নীতিমালা জারী করা হয়। তদানুযায়ী নামজারী ফি বাবদ ৩,৬০,০০০/- টাকা আদায় করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- ১২/০১/২০০৩ খ্রিঃ তারিখে সম্পাদিত চুক্তিটি সিএনজি সংক্রান্ত নীতিমালার মাধ্যমে বাতিল করা হয়নি। তাছাড়া সম্পাদিত চুক্তির পর নতুন কোন চুক্তি করা হয়নি। ফলে নতুন নীতিমালা জারীর পূর্বে চুক্তি মোতাবেক নামজারী ফি আদায় কার্যকর হবে। এক্ষেত্রে প্রচলিত নীতিমালায় নামজারী ফি আদায় করার অবকাশ নেই। উপরন্তু একই রকমের বিষয়ে নতুন নীতিমালা জারীর পূর্বের চুক্তি বলবৎ থাকবে বলে এ ব্যাপারে ডিজি/বাংলাদেশ রেলওয়ের নির্দেশ রয়েছে।২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক অনাদায়ী ১১,৫২,০০০/- টাকা দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আদায় করতঃ যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৬

শিরোনাম ঃ

চুক্তির শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিএনজি স্টেশন স্থাপন ও চালু না করার পরও চুক্তি বাতিল করে খোলা বাণিজ্যিক ভূমির লাইসেন্স প্রদান নীতিমালা অনুযায়ী লিজ/লাইসেন্স না দেয়ায় রেলওয়ের ১২.১৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের রেল ভূমিতে সিএনজি স্থাপনের জন্য লিজ প্রদান সংক্রান্ত ২০০৩-২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব ০৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ হতে ০৭/০১/২০১৫ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে বিশেষ নিরীক্ষাকালে জনাব এস আহম্মদ উল্লাহ খান, সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন সংক্রান্ত চুক্তিপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিএনজি স্টেশন স্থাপন ও চালু না করা সত্ত্বেও চুক্তিপত্র বাতিল করে পুনরায় লিজ প্রদান না করায় রেলওয়ের ১২,১৪,০৮০/- টাকা রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে।
- সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপনের জন্য চট্টগ্রামস্থ ভাটিয়ারী মৌজায় ০.১৭৪২ একর বা ০.৫৩ বিঘা রেল ভূমি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে বরাদ্দাদেশ দেয়া হয়, যার ২৬/১১/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ১০/০২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে জমির দখল হস্তান্তর করা হয়।
- চুক্তির ১৩ নং শর্ত মোতাবেক জমি হস্তান্তরের পর ০৬ মাসের মধ্যে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন করতে না পারলে বরাদ্দাদেশ বাতিল ও জামানত বাতিল হওয়ার কথা। কিন্তু নিরীক্ষা চলাকালীন সময় পর্যন্ত সিএনজি স্টেশন স্থাপন না করা সত্ত্বেও বরাদ্দাদেশ বাতিল বা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হয়নি।
- বাস্তবতা নিরূপনের জন্য সরজমিনে পরিদর্শনে দেখা যায় যে, বরাদ্দকৃত জায়গায় পুরাতন জাহাজ কাটার/ভাঙার জমজমাট (আড়ম্বরপূর্ণ) ব্যবসা চলছে।
- ফৌজদার হাট স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের সহিত আলোচনা করে জানা যায় পাশাপাশি জায়গা জনাব আলহাজ্ব ওয়াহিদুল আলম এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রেল ভূমিতে সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশন ও রূপান্তর কারখানা স্থাপন করতে না পারায় বরাদ্দাদেশ বাতিল করে বাণিজ্যিক ভূমি হিসাবে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং এতে প্রতি বছর ৭,৪৩,৮০০/-টাকা রাজস্ব আয় হচ্ছে।
- ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে ০.১৭৪২ একর বা ৭,৪৮৮ বর্গফুট জায়গার জন্য ২০০৮ সাল হতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সর্বমোট ১২,১৪,০৮০/- টাকা রাজস্ব আয় হতে বঞ্চিত হয়েছে যা রাজস্ব ক্ষতি হিসেবে চিহ্নিত [পরিশিষ্ট -৬(১) সংযুক্ত]।

অনিয়মের কারণঃ

- লিজ চুক্তির ১৩ নং শর্ত মোতাবেক চুক্তি বাতিল করে নীতিমালা অনুযায়ী বাণিজ্যিক হারে বরাদ্দ প্রদান না করায় ও রেলওয়ে কর্মকর্তাগণের মনিটরিং এর অভাবে এ অনিয়ম সংঘটিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ১০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে। উক্ত ভূমি বাণিজ্যিক উপযোগী হলে লাইসেন্স প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সংশ্লিষ্ট সিএনজি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বরাদ্দকৃত জায়গাটি চট্টগ্রামস্থ ভাটিয়ারীতে জাহাজ ভাঙা শিল্প এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় এলাকাটি বাণিজ্যিক দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সময়মত সিএনজি স্থাপন ও চালু না করা সত্ত্বেও ইহার বরাদ্দাদেশ বাতিল ও জামানত বাজেয়াপ্ত না করায় সরকারি স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়েছে বিধায় আপত্তিটি নিষ্পত্তির বিষয় বিবেচনা করার সুযোগ নেই। ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- উত্থাপিত আপত্তি মোতাবেক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জামানত বাজেয়াপ্ত করাসহ বাণিজ্যিক হারে লিজ প্রদান করতঃ এবং ইতোমধ্যে লিজ প্রদান না করার জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায় করে অডিট অফিসকে অবহিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৭

শিরোনাম ঃ

১১৯৫ টি কাঠের স্লীপার ভূয়া ইস্যু দেখানোর ফলে ২১.৭৪ লক্ষ টাকা আদায়যোগ্য।

বিবরণঃ

- জরুরী বন্যা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প/২০০৭ (পূর্বাঞ্চল অংশ) এর আওতায় মাঠ পর্যায়ের অফিস (এসএসএই/পথ/দেওয়ানগঞ্জ বাজার) ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, রেলপথে ব্যবহারের জন্য প্যাকেজ নং GE-3, চুক্তিপত্র নং- 166-S/152/SLPR/PS/FR-07/W-7 (Pakage-GE-3); Dt- 23/04/2008 এর মাধ্যমে ৩০০০টি এমজি কাঠের স্লীপার ক্রয় করা হয়। এ স্লীপার রেলপথে ব্যবহারের জন্য প্যাকেজ নং GE-4, চুক্তিপত্র নং-192-S/At1/DS/FR-07/KA-7; Dt-13/08/2008 (13/08/2009) এর মাধ্যমে ক্রয়কৃত ১১৮২০০টি ডগ স্পাইক হতে ১১০০০টি ডক স্পাইক এসএসএই/পথ/দেওয়ানগঞ্জ বাজারকে সরবরাহ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ফেব্রুয়ারি/২০০৯ হতে জুন/২০০৯ খ্রিঃ সময়ে ৩০০০টি স্লীপার এবং ০৯/১০/২০০৯ খ্রিঃ তারিখে ডগ স্পাইক এসএসএই/ পথ/দেওয়ানগঞ্জ বাজার কার্যালয়ে পৌছে। এদিকে নতুন ডগ স্পাইক পাওয়ার পূর্বেই মার্চ/২০০৯ হতে জুন/২০০৯ পর্যন্ত সময়েই ৩০০০টি নতুন কাঠের স্লীপার রেলপথে লাগানো দেখানো হয়। এ সময় মজুদে (রাজস্ব বা উন্নয়ন) কোন ডগ স্পাইক ছিল না। ০১টি কাঠের স্লীপারের জন্য নূন্যতম ০৪টি ডগ স্পাইক প্রয়োজন হলেও স্লীপারগুলি ইস্যুর সময় কোন কোন ক্ষেত্রে মোটেই ডগ স্পাইক ইস্যু করা হয়নি বা কখনো ০১টি স্লিপারের জন্য ০১টি অকেজো ডগ স্পাইক ইস্যু করা হয়েছে। যার দ্বারা বাস্তবিকভাবে কখনই স্লীপার আটকানো/রেলপথে লাগানো সম্ভব নয়। সর্বমোট ৩০০০টি স্লীপার ও সর্বমোট ব্যবহৃত অকেজো ডগ স্পাইক এর তুলনামূলক হিসাব [পরিশিষ্ট- ৭(১) সংযুক্ত] হতে দেখা যায় যে, প্রতিটি স্লীপারের জন্য ০৪টি অকেজো ডগ স্পাইক ব্যবহার করা হলে ১১৯৫ টি স্লীপারের জন্য কোন ডগ স্পাইক ব্যবহার করা হয়নি। এতে প্রমাণিত হয় ১১৯৫টি স্লীপার রেলপথে লাগানোই হয়নি। ফলে এর ক্রয়মূল্য বাবদ (১১৯৫ × ১.৫ ঘন ফুট × ১২১৩.০০) = ২১,৭৪,৩০২/- টাকা দায়ী ব্যক্তির নিকট হতে আদায়যোগ্য।

অনিয়মের কারণঃ

- কাঠের স্লীপার ভূয়া ইস্যু দেখানো।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- অডিটি প্রতিষ্ঠানের কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- স্লীপার লাগানোর প্রমাণক এবং ২৫/১১/২০১৩ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প পরিচালকের সংগে আলোচনা বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অডিটি প্রতিষ্ঠান জবাব প্রদান না করায় আপত্তি নিস্পত্তিযোগ্য নয়।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়। ০৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আপত্তিটি অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ১৩/০৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- ১১৯৫ টি কাঠের স্লীপার ইস্যু না করা সত্ত্বেও স্লীপারের ব্যবহার দেখাইয়া বিল পরিশোধের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদঃ ০৮

শিরোনামঃ

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকার আয়ের রেলওয়ে হিস্যা বাবদ ৫৩৭৭.৪৫ লক্ষ টাকা অনাদায়ী।

বিবরণ ঃ

- জুন/২০১৪ খ্রিঃ মাসে বিশেষ নিরীক্ষাকালে রেলওয়ের প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক/পূর্ব/চট্টগ্রাম এবং অতিরিক্ত এফএএন্ডসিও/টিএ, চট্টগ্রাম কার্যালয়ে রক্ষিত আইসিডি, কমলাপুর, ঢাকার বিবিধ আয় সংক্রান্ত বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আইসিডি/কমলাপুর, ঢাকা দপ্তর হতে প্রেরিত বিবিধ আয় প্রেরণের মাসিক স্টেটমেন্ট হতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট হতে ঢাকা আইসিডির বিবিধ আয়ের (কন্টেইনার ভাড়া ব্যতীত) হিস্যা জানুয়ারী/২০১২ হতে রেলওয়ের খাতে জমা হচ্ছে না। এতে জানুয়ারী/২০১২ হতে এপ্রিল/২০১৪ খ্রিঃ মাস পর্যন্ত সময়ে সর্বমোট ৫৩,৭৭,৪৫,২২২.১০ টাকা [পরিশিষ্ট- ৮(১) সংযুক্ত] অনাদায়ী রয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে ০২/০৪/৯৬ খ্রিঃ তারিখে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক (MOU) অনুযায়ী উপর্যুক্ত অর্থ রেলওয়ের প্রাপ্য। MOU অনুযায়ী চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ রেলওয়ের হিস্যা পরিশোধ না করায় বাংলাদেশ রেলওয়ে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

অনিয়মের কারণঃ

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিকট টাকা অনাদায়ী থাকায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গত ০৯/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ে এবং চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে আইসিডি পরিচালনার ব্যাপারে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত স্মারকের 'ঠ' অনুচ্ছেদে বিগত ০২/০৪/৯৬ খ্রিঃ তারিখে উভয় সংস্থার মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতার মেয়াদ ৩০/০৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখ নির্ধারণ করা হয়। তদানুযায়ী ইতোমধ্যে জানুয়ারী/১২ থেকে মে/২০১৪ পর্যন্ত রেলওয়ের সমুদয় বকেয়া পরিশোধ করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। উক্ত কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে বাংলাদেশ রেলওয়েকে অবহিত করেছেন।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ পাওনা পরিশোধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মর্মে বাংলাদেশ রেলওয়েকে অবহিত করেছেন এমন প্রমাণক পাওয়া যায়নি। নিরীক্ষাকালীন সময় পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জড়িত অর্থ পরিশোধ না করায় আপত্তি নিষ্পত্তিযোগ্য নয়।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ১৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- MOU অনুযায়ী সমুদয় প্রাপ্য অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ ঃ ০৯

শিরোনাম ঃ

ঢাকাস্থ আইসিডিতে কাস্টমস কর্তৃক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয়লব্ধ অর্থের হিস্যা না পাওয়ায় ১৩০.০৮ লক্ষ টাকা অনাদায়।

বিবরণঃ

- জুন/২০১৪ খ্রিঃ মাসে বিশেষ নিরীক্ষাকালে বাংলাদেশ রেলওয়ের চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার/পূর্ব/চট্টগ্রাম এবং অতিরিক্ত এফএএন্ডসিএও/টিএ/পলোগ্রাউন্ড/চট্টগ্রাম কার্যালয়ে রক্ষিত আইসিডি কমলাপুর ঢাকার বিবিধ আয় সম্পর্কিত বিভিন্ন রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করা হয়। পর্যলোচনায় চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের আইসিডি কমলাপুর ঢাকা কার্যালয় কর্তৃক রেলওয়ের হিসাব কর্মকর্তা/গুডস/টিএ/চট্টগ্রাম ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে অনুলিপি সহযোগে কমিশনার অফ কাস্টমস, কাস্টম হাউস, হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর ঢাকাকে লিখিত পত্র নং-ডিটিএম/আইসিডি/ঢাকা/নিলাম/হিস্যা/পরিশোধ/৯৩-২০০৪/২৮৪; তারিখঃ ১০/০৮/২০১১ খ্রিঃ হতে দেখা যায় যে, আইসিডিতে নিলামকৃত পণ্যের মূল্যের হিস্যা বাবদ কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট হতে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের পাওনা ৫,২০,৩৩,৭৭৪/১৫ টাকা। সে হিসেবে ৪/৪/৯৬ খ্রিঃ তারিখের MOU এর অনুচ্ছেদ (গ) অনুযায়ী বর্ণিত অর্থের ২৫% অর্থাৎ ১,৩০,০৮,৪৪৩/৪৩ টাকা রেলওয়ের প্রাপ্য।
- বর্ণিত অর্থ আদায়ের জন্য অতিরিক্ত এফএএন্ডসিএও/টিএ/চট্টগ্রামের পত্র নং-টিএ/পিএ/আইসিডি/জি-শেড/০৮; তারিখঃ ০২/১০/২০১১ খ্রিঃ তারিখের মাধ্যমে প্রধান বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক/পূর্ব/চট্টগ্রাম কে পত্র প্রদান করেন। কিন্তু সিসিএম/পূর্ব দপ্তর হতে এ অর্থ আদায়ের কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কি না তা জানা যায়নি।

অনিয়মের কারণঃ

- কাস্টমস কর্তৃপক্ষের নিকট নিলামের টাকা অনাদায়ী থাকায়।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সিসিএম/পূর্ব/চট্টগ্রাম নিরীক্ষা জিজ্ঞাসার জবাবে জানান যে, বিষয়টি সিসিএম/পূর্ব দপ্তর সংশ্লিষ্ট নয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- রেলওয়ের বাণিজ্যিক পাওনা ও আইসিডির যাবতীয় পাওনা আদায়ের দায়িত্ব সিসিএম/পূর্ব দপ্তরের। কাজেই সিসিএম/পূর্বের এ মন্তব্য যথাযথ নয়।
- এ অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে আপত্তিটি ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ পূর্বক ১৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ পত্র প্রেরীত হয়। জবাব না পাওয়ায় ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র সচিব বরাবর জারী করা হলেও আপত্তি নিস্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- পাওনা অর্থ আদায়ের জন্য বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগীতা করে যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক ।

বঙ্গাব্দ

তারিখ ঃ-----------------

খ্রিষ্টাব্দ

(নূরুন নাহার)
মহাপরিচালক
রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বিশেষ অডিট রিপোর্ট

দ্বিতীয় খন্ড

রেলপথ মন্ত্রণালয়

প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে এর রেলভূমি লিজ ও লাইসেন্স ফি আদায়, বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ০৩(তিন) টি প্রকল্পের এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে আয় ব্যয়ের উপর বিশেষ নিরীক্ষা।

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	অনুচ্ছেদ নম্বর	পরিশিষ্ট নম্বর	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	০১	১ (১)	১
২.	০৩	৩ (১)	২ ও ৩
৩.	০৪	৪ (১)	৪
৪.	০৫	৫ (১)	৫
৫.	০৬	৬ (১)	৬
৬.	০৭	৭ (১)	৭ ও ৮
৭.	০৮	৮ (১)	৯ হতে ১৫
৮.	মহাপরিচালকের বক্তব্য ও স্বাক্ষর		১৬ ও ১৭

অনুচ্ছেদ ঃ ১
পরিশিষ্ট ঃ ১(১)

ক্ষতির বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	বছর	চুক্তি মোতাবেক প্রাপ্য লীজের টাকা	প্রাপ্ত লীজের টাকা	কম প্রাপ্ত লীজের টাকা/ক্ষতির পরিমান (৩-৪)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	২০০৩	৪,৪৬,২৫০/-	---	৪,৪৬,২৫০/-	
২	২০০৪	৬,৬৬,৬৬৭/-	---	৬,৬৬,৬৬৭/-	
৩	২০০৫	১০,০০,০০০/-	৪,৩২,৭৮৫/-	৫,৬৭,২১৫/-	
৪	২০০৬	১৬,৬৬,৬৬৭/-	১৬,৬৬,৬৬৭/	---	
৫	২০০৭	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৬,৬৬,৬৬৭/	---	
৬	২০০৮	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৬,৬৬,৬৬৭/	---	
৭	২০০৯	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৬,৬৬,৬৬৭/	---	
৮	২০১০	১৬,৬৬,৬৬৭/	১২,৯৩,৬৩৩/-	৩,৭৩,০৩৪/-	
৯	২০১১	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৫,৮৩,৩৩৪/-	৮৩,৩৩৩/-	
১০	২০১২	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৬,০৮,৩৩৪/	৫৮,৩৩৩/-	
১১	২০১৩	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৬,০৮,৩৩৪/	৫৮,৩৩৩/-	
১২	২০১৪	১৬,৬৬,৬৬৭/	১৬,০৮,৩৩৪/	৫৮,৩৩৩/-	
	মোট =	১,৭১,১২,৯২০/-	১,৪৮,০১,৪২২/-	২৩,১১,৪৯৮/-	

(তেইশ লক্ষ এগার হাজার চারশত আটানব্বই টাকা মাত্র)

অনুচ্ছেদ ঃ ৩
পরিশিষ্ট ঃ ৩(১)

ক্ষতির বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	বছর	মোট বিক্রিত টাকার পরিমাণ	মোট বিক্রিত টাকার ৩% এর ২/৩ অংশ হারে প্রাপ্য টাকা	মোট বিক্রিত টাকার ৩% প্রাপ্ত টাকা	মোট বিক্রিত টাকার ৩% এর না পাওয়া টাকা/ক্ষতির পরিমাণ (৪-৫)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	২০০৫ খ্রিঃ হতে ২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত	৭৯,৪২,২৩,২৭৮/-	১,৫৮,৮৪,৪৬৫/-	১,১৯,৩৯,১৫৫/-	৩৯,৪৫,৩১০/-	জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে।
মোট =		৭৯,৪২,২৩,২৭৮/-	১,৫৮,৮৪,৪৬৫/-	১,১৯,৩৯,১৫৫/-	৩৯,৪৫,৩১০/-	

(উনচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত দশ টাকা মাত্র)

ক্ষতির বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	বছর	মোট বিক্রিত টাকার পরিমাণ	মোট বিক্রিত টাকার ৩% এর ২/৩ অংশ হারে প্রাপ্য টাকা	মোট বিক্রিত টাকার ৩% এর ২/৩ অংশ হারে প্রাপ্ত টাকা	কম/ক্ষতির পরিমাণ (৪-৫)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫		৬
১	২০০৬	৩,৬৯,৮১,৭৩৭/-	১,৫৮,৮৪,৪৬৫/-	১,৮৫,৮৪০/-	৩৯,৪৫,৩১০/-	জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে।
২	২০০৭	২,৯২,০৭,৪৮৭/-		১৪,৭২,৩৫২/-		
৩	২০০৮	৪,৩২,৯৪,০৬১/-		১৩,৬৫,৫৬৪/-		
৪	২০০৯	১০,০৪,২৪,৩০৪/-		২১,০৭,৫৮৫/-		
৫	২০১০	১১,১৫,১৬,৯০৯/-		২২,২৫,৬৯৪/-		
৬	২০১১	১২,৩১,৭০,১৫৩/-		২৪,২৩,৬৪৭/-		
৭	২০১২	১৩,৬৩,০৪,২৩৮/-		২১,৫৮,৪৭৩/-		
৮	২০১৩	১২,১২,০৮,২৩৭/-		----		
৯	২০১৪	৯,২১,১৬,১৫২/-		----		
মোট		**৭৯,৪২,২৩,২৭৮/-**	**১,৫৮,৮৪,৪৬৫/-**	১,১৯,৩৯,১৫৫/-	৩৯,৪৫,৩১০/-	

(ঊনচল্লিশ লক্ষ পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত দশ টাকা মাত্র)

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
পরিশিষ্ট ঃ ৪(১)

ক্ষতির বিবরণী ঃ

ক্রমিক নং	পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত লিজ মানি	রেলপথ কর্তৃক গৃহীতব্য ছিল (দ্বি-গুন হারে)	রেলপথের প্রাপ্ত গৃহীত হয়েছে (পর্যটন কর্পোরেশন থেকে)	রেলপথের প্রাপ্তি গৃহীত হয়েছে (কনকর্ড গ্রুপ থেকে)	রেলপথের মোট প্রাপ্তি গৃহীত হয়েছে (৪+৫)	কম গৃহীত/ক্ষতির পরিমাণ (৩-৬)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
০১	১,১৪,৯৯,৯৯৭/-	২,২৯,৯৯,৯৯৪/-	৪,৩২,৭৮৪/-	১,৬০,০০,০০০/-	১,৬৪,৩২,৭৮৪/-	৬৫,৬৭,২১০/-	জুন/২০১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে।

(পঁয়ষট্টি লক্ষ সাতষট্টি হাজার দুইশত দশ টাকা মাত্র)

অনুচ্ছেদ ঃ ৫
পরিশিষ্ট ঃ ৫(১)

ক্ষতির বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ভূমির পরিমাণ	মাসিক লাইসেন্স ফি	হস্তান্তরকৃত ভুমির মাসিক লাইসেন্স ফি	লিজ ট্রান্সফার/নাম জারীর তারিখ	আদায়যোগ্য নামজারী ফি	নামজারী ফি আদায় করা হয়েছে	অনাদায়ী/ক্ষতির পরিমাণ (৭-৮)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	ফসিল সিএনজি স্টেশন লিঃ/চট্টগ্রাম।	১.৫০ বিঘা	৪২,০০০/-	৬৩,০০০/-	০১-৯-২০০৮ খ্রিঃ	১৫,১২,০০০/-	৩,৬০,০০০/-	১১,৫২,০০০/-	---
							মোট	১১,৫২,০০০/-	

(এগার লক্ষ বায়ান্ন হাজার টাকা মাত্র)

অনুচ্ছেদ ঃ৬
পরিশিষ্ট ঃ ৬(১)

ক্ষতির বিবরণ ঃ

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	ভূমির পরিমাণ	হস্তান্তরের তারিখ	৬ মাস পূর্ণ হওয়ার তারিখ	লাইসেন্স ফি'র হার	বছর	বাৎসরিক লাইসেন্স ফি'র পরিমাণ	অনাদায়ী/ক্ষতির পরিমাণ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	মেসার্স এস এ খান/চট্টগ্রাম।	০.৫৩ বিঘা বা ৭৫৮৮ বর্গফুট	১০-২-২০০৮ খ্রিঃ	১০-৮-২০০৮ খ্রিঃ	২০/-	২০০৮-০৯	১,৫১,৭৬০/	১,৫১,৭৬০/	
						২০০৯-১০	১,৫১,৭৬০/	১,৫১,৭৬০/	
						২০১০-১১	১,৫১,৭৬০/	১,৫১,৭৬০/	
						২০১১-১২	১,৫১,৭৬০/	১,৫১,৭৬০/	
					৪০/-	২০১২-১৩	৩,০৩,৫২০/-	৩,০৩,৫২০/-	
						২০১৩-১৪	৩,০৩,৫২০/-	৩,০৩,৫২০/-	
							মোট	১২,১৪,০৮০/-	

(বার লক্ষ চৌদ্দ হাজার আশি টাকা মাত্র)

অনুচ্ছেদঃ ৭
পরিশিষ্টঃ ৭(১)

জরুরী বন্যা ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প/২০০৭(পূর্বাঞ্চল) এ স্লীপার না লাগানোর তালিকা

ক্রমিক নং	তারিখ	গ্যাং নং	ইস্যুকৃত স্লীপারের সংখ্যা	ইস্যুকৃত ডগ স্পাইকের সংখ্যা	সর্বনিম্ন ২টি করে ডগ স্পাইক লাগানো হলে স্লীপার প্রয়োজন	প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্লীপারের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	১১/৩/০৯	৩	৪৫ টি	১২০ টি	-	-	
২.	১২/৩/০৯	৩	১২৫ "	২৬০ "	-	-	
৩.	১৩/৩/০৯	৩	৭০ "	২২০ "	-	-	
৪.	১৪/৩/০৯	৩	১০৫ "	২০০ "	-	-	
৫.	১৫/৩/০৯	৩	১০০ "	২০০ "	-	-	
৬.	১৭/৩/০৯	৩	৮৫ "	২০০ "	-	-	
৭.	১৯/৩/০৯	৩	৪৫ "	২০০ "	-	-	
৮.	২৩/৩/০৯	৩	৪০ "	২০০ "	-	-	
৯.	২৪/৩/০৯	৬	৫৫ "	২০০ "	-	-	
১০.	২৫/৩/০৯	৩	৬৫ "	২০০ "	-	-	
১১.	২৬/৩/০৯	৩	৬৫ "	২৪০ "	-	-	
১২.	২২/৪/০৯	২	১০০ "	২০০ "	-	-	
১৩.	২৭/৪/০৯	১	৫০ "	১০০ "	-	-	
১৪.	২৮/৪/০৯	১	৩৫ "	৭০ "	-	-	
১৫.	২৯/৪/০৯	১	২০ "	৪০ "	-	-	
১৬.	২৯/৪/০৯	২	৩৫ "	৭০ "	-	-	
১৭.	৩০/৪/০৯	২	৩৫ "	৭০ "	-	-	
১৮.	০১/৫/০৯	২	৭০ "	৭০ "	৩৫ টি	৩৫টি	
১৯.	০২/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
২০.	০৭/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
২১.	০৯/৫/০৯	২	৭০ "	৭০ "	৩৫ "	৩৫ "	
২২.	০৯/৫/০৯	৬	৩৫ "	৩৫ "	১৭ "	১৮ "	

ক্রমিক নং	তারিখ	গ্যাং নং	ইস্যুকৃত স্লীপারের সংখ্যা	ইস্যুকৃত ডগ স্পাইকের সংখ্যা	সর্বনিম্ন ২টি করে ডগ স্পাইক লাগানো হলে স্লীপার প্রয়োজন	প্রয়োজনের অতিরিক্ত স্লীপারের সংখ্যা	মন্তব্য
২৩.	১৩/৫/০৯	২	৮৩ টি	৮৩ "	৪১টি	৪২ "	
২৪.	১৪/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
২৫.	১৫/৫/০৯	৬	১৬ "	১৬ "	৮ "	৮ "	
২৬.	১৭/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
২৭.	২০/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
২৮.	২০/৫/০৯	৬	৩৫ "	৩৫ "	১৭ "	১৮ "	
২৯.	২৩/৫/০৯	৬	১৫ "	১৫ "	৭ "	৮ "	
৩০.	২৩/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
৩১.	২৪/৫/০৯	৬	৩০ "	৩০ "	১৫ "	১৫ "	
৩২.	২৭/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
৩৩.	২৯/৫/০৯	৬	১৫ "	১৫ "	৭ "	৮ "	
৩৪.	৩০/৫/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
৩৫.	৩০/৫/০৯	৬	২১ "	২১ "	১০ "	১১ "	
৩৬.	০৩/৬/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
৩৭.	০৩/৬/০৯	৬	৩০ "	০	০ "	৩০ "	
৩৮.	০৬/৬/০৯	১	১০০ "	১০০ "	৫০ "	৫০ "	
৩৯.	০৬/৬/০৯	৬	৩০ "	০	০	৩০ "	
৪০.	০৯/৬/০৯	১	১০০ "	০	০	১০০ "	
৪১.	১৩/৬/০৯	২	১০০ "	৭৭ "	৩৮ "	৬২ "	
৪২.	১৩/৬/০৯	৬	১০ "	০	০	১০ "	
৪৩.	১৬/৬/০৯	২	১০০ "	০	০	১০০ "	
৪৪.	২০/৬/০৯	২	১০০ "	০	০	১০০ "	
৪৫.	২৭/৬/০৯	২	৫০ "	০	০	৫০ "	
৪৬.	২৭/৬/০৯	৬	১৫ "	০	০	১৫ "	
মোট						**১১৯৫ টি**	

অনুচ্ছেদঃ ৮
পরিশিষ্ট ৮(১)

জানুয়ারি/১২ হতে এপ্রিল/১৪ পর্যন্ত আইসিডি হতে রেলওয়ের প্রাপ্য অর্থের বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	জানুয়ারি/১২		ফেব্রুয়ারি/১২		মার্চ/১২		এপ্রিল/১২		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	২,৮১,৯০,৬৭৮.১২	২,১১,৪৩,০০৮.৫৯	২,০৯,২৮,৩৮২.১৮	১,৫৬,৯৬,২৮৬.৬৩	২,১৯,১১,৭৮৫.৭১	১,৬৪,৩৩,৮৩৯.২৮	২৪,৩৫৩,৪৪৭.০৯	১,৮২,৬৫,০৮৫.৩১	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৪২,৬৬,৭৫০.০০	১০,৬৬,৬৮৭.৫০	৪৬,৮০,০০০.০০	১১,৭০,০০০.০০	৪৩,৩৬,৩৫০.০০	১০,৮৪,০৮৭.৫০	৪৯,৯৮,৪৫০.০০	১২,৪৯,৬১২.৫০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	২৫,১৬,৮৪৩.২১	৬,২৯,২১০.৮০	২৬,৫৭,৪৫০.৬৮	৬,৬৪,৩৬২.৬৭	২২,৪৬,৪৩৩.০৪	৫,৬১,৬০৮.২৬	৩৯,৮১,৭৩৭.৭৮	৯,৯৫,৪৩৪.৪৫	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	১০,৪১,৩১২.০০	২,৬০,৩২৮.০০	৭,৭২,৭০৪.০০	১,৯৩,১৭৬.০০	৯,২৫,৮৮৪.০০	২,৩১,৪৭১.০০	১০,৮৭,৯৮০.০০	২,৭১,৯৯৫.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	৯,৫৪,০৩৭.৫৬	২,৩৮,৫০৯.৪০	১৩,৮০,৭২৯.০০	৩,৪৫,১৮২.২৫	১৩,৩৯,৬০৪.৭৩	৩,৩৪,৯০১.১৮	১৫,৩৫,৬৮৬.৪৬	৩,৮৩,৯২১.৬২	
মোট				২,৩৩,৩৭,৭৪৪.২৯		১,৮০,৬৯,০০৭.৫৫		১,৮৬,৪৫,৯০৭.২২		২,১১,৬৬,০৪৮.৮৮	

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	মে/১২		জুন/১২		জুলাই/১২		আগষ্ট/১২		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	২,৭৬,০৫,৩১৮.৭৪	২,০৭,০৩,৯৮৯.০৫	২,৮১,৯৪,৯৫৫.৫৫	২,১১,৪৬,২১৬.৬৬	২,২৯,৭৩,১৯০.৮৫	১,৭২,২৯,৮৯৩.১৩	১,৮৭,৫৬,৪০০.৬৮	১,৪০,৬৭,৩০০.৫০	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৫১,৮৭,৪৫০.০০	১২,৯৬,৬৮২.৫০	৫২,৫৮,২৫০.০০	১৩,১৪,৫৬২.৫০	৫১,৭২,৬০০.০০	১২,৯৩,১৫০.০০	৩৫,৫৫,৬০০.০০	৮,৮৮,৯০০.০০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	৪৬,৪৫,০৫২.২৫	১১,৬১,২৬৩.০৬	৪৯,৩৭,২৭৩.৬৮	১২,৩৪,৩১৮.৪২	৪৭,৭৩,২৯৩.৭১	১১,৯৩,৩২৩.৪৩	৩৯,৩২,২৯৭.৮৬	৯,৮৩,০৭৪.৪৭	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	৯,৮৩,৩০৬.০০	২,৪৫,৮২৬.৫০	৯,১৭,১৩৬.০০	২,২৯,২৮৪.০০	৯,০০,৯০০.০০	২,২৫,২২৫.০০	৯,৫৮,২১২.০০	২,৩৯,৫৫৩.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	১৬,৫৮,১৯৯.৪৮	৪,১৪,৫৪৯.৮৭	১৮,৯১,৮২৮.৯৬	৪,৭২,৯৫৭.২৪	১২,৬২,১৬৯.০২	৩,১৫,৫৪২.২৬	১৩,৪৫,২৩৮.৯৩	৩,৩৬,৩০৯.৭৩	
মোট				২,৩৮,২২,৩১০.৯৮		২,৪৩,৯৭,৩৩৮.৮২		২,০২,৫৭,১৩৩.৮২		১,৬৫,১৫,১৩৭.৭০	

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	সেপ্টেম্বর/১২		অক্টোবর/১২		নভেম্বর/১২		ডিসেম্বর/১২		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	৩,৩৩,৫৫,৬৮১.০২	২,৫০,১৬,৭৬০.৭৬	২,০০,২৯,১৭৬.৪২	১,৫০,২১,৮৮২.৩১	২,১১,৯৩,৩৯১.৯৮	১,৫৮,৯৫,০৪৩.৯৮	২,০২,৬৮,২০৮.১১	১,৫২,০১,১৫৬.০৮	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৪৮,০৪,২০০.০০	১২,০১,০৫০.০০	৫০,৭৯,৪৫০.০০	১২,৬৯,৮৬২.৫০	৫২,২০,১৫০.০০	১৩,০৫,০৩৭.৫০	৫০,৩৭,৪৫০.০০	১২,৫৯,৩৬২.৫০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	৫৮,০৫,৮৯৭.৪৭	১৪,৫১,৪৭৪.৩৭	৫৩,৭৪,৬৬২.৫৯	১৩,৪৩,৬৬৫.৬৫	৪৪,৩২,২৫৫.৪০	১১,০৮,০৬৩.৮৫	৩৬,০৪,০৪৯.৩৯	৯,০১,০১২.৩৫	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	১২,১১,৪২৪.০০	৩,০২,৮৫৬.০০	১২,৯৪,৬৮০.০০	৩,২৩,৬৭০.০০	১৩,২২,৯০৪.০০	৩,৩০,৭২৬.০০	১১,৭৬,০৬০.০০	২,৯৪,০১৫.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	৭,৯৮,২৩৮.৬৩	১,৯৯,৫৫৯.৬৬	৭,৭৫,৪৩৬.৮৩	১,৯৩,৮৫৯.২১	১৩,৮২,৬৭২.৩৮	৩,৪৫,৬৬৮.১০	১০,২৬,৩১৩.৪৯	২,৫৬,৫৭৮.৩৭	
মোট				২,৮১,৭১,৭০০.৭৯		১,৮১,৫২,৯৩৯.৬৭		১,৮৯,৮৪,৫৩৯.৪৩		১,৭৯,১২,১২৪.৩০	

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	জানুয়ারি/১৩		ফেব্রুয়ারি/১৩		মার্চ/১৩		এপ্রিল/১৩		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	৩,১২,৫২,৮৫২.৮০	২,৩৪,৩৯,৬৩৯.৬০	২,৭৯,৬৩,৬৬০.২৫	২,০৯,৭২,৭৪৫.১৯	২,১৩,২৪,৮১১.৪৮	১,৫৯,৯৩,৬০৮.৬১	১,৯৮,৬১,৭৮৯.৪৮	১,৪৮,৯৬,৩৪২.১১	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৫৫,৩৫,১৫০.০০	১৩,৮৩,৭৮৭.৫০	৪৭,৮৩,০৫০.০০	১১,৯৫,৭৬২.৫০	৫০,৪২,১০০.০০	১২,৬০,৫২৫.০০	৪৩,৮৫,৭০০.০০	১০,৯৬,৪২৫.০০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	৪৩,৭১,৬৩০.৯৪	১০,৯২,৯০৭.৭৪	৩৩,৭৫,২০৩.১১	৮,৪৩,৮০০.৭৮	৩৫,৯১,৮৭২.৪২	৮,৯৭,৯৬৮.১১	২৯,০৮,২০৭.০৮	৭,২৭,০৫১.৭৭	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	১০,৪৯,২৫৬.০০	২,৬২,৩১৪.০০	১০,০০,৯৯২.০০	২,৫০,২৪৮.০০	৮,১৮,২৪০.০০	২,০৪,৫৬০.০০	৭,৮২,০৭৬.০০	১,৯৫,৫১৯.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	১৪,৭৬,৭৫০.৯৯	৩,৬৯,১৮৭.৭৫	১৪,৩৯,৬৮৯.৭১	৩,৫৯,৯২২.৪৩	১২,৯১,৪৪৪.৪০	৩,২২,৮৬১.১১	১৩,২৫,৬৫৪.৮৬	৩,৩১,৪১৩.৭২	
মোট				২,৬৫,৪৭,৮৩৬.৫৯		২,৩৬,২২,৪৭৮.৯০		১,৮৬,৭৯,৫২২.৮৩		১,৭২,৪৬,৭৫১.৬০	

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	মে/১৩		জুন/১৩		জুলাই/১৩		আগষ্ট/১৩		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	২,১৩,৯৮,১৪৪.৬৪	১,৬০,৪৮,৬০৮.৪৮	১,৬২,৭৩,১৩২.৯০	১,২২,০৪,৮৪৯.৬৭	১,৭৯,১১,২১৮.৩৯	১,৩৪,৩৩,৪১৩.৭৯	২,০১,০৪,১৪২.৯৬	১,৫০,৭৮,১০৭.২২	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৪৪,১৭,৬৫০.০০	১১,০৪,৪১২.৫০	৪০,৪৭,৭৫০.০০	১০,১১,৯৩৭.৫০	৫৫,৪২,৮০০.১২	১৩,৮৫,৭০০.০৩	৪২,৯৪,২০০.০০	১০,৭৩,৫৫০.০০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	৩৪,৮৬,৯৬৪.৭৮	৮,৭১,৭৪১.২০	৩৮,৭০,২৪১.৮৬	৯,৬৭,৫৬০.৪৭	৫৪,০৭,৪৫০.৯৭	১৩,৫১,৮৬২.৭৪	৩৩,১৫,৪৫৫.১১	৮,২৮,৮৬৩.৭৮	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	৯,৫৩,৫৩৮.০০	২,৩৮,৩৮৪.৫০	৮,৭৪,৬০৮.০০	২,১৮,৬৫২.০০	১৪,৪৭,৭৫২.০০	৩,৬১,৯৩৮.০০	৯,১০,১৬৪.০০	২,২৭,৫৪১.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	৯,১৭,৯৮০.৪১	২,২৯,৪৯৫.১০	৮,৪৬,৩১৩.৭৮	২,১১,৫৭৮.৪৫	২৩,১১,১২৪.৪৯	৫,৭৭,৭৮১.১২	২১,৯৭,০৬১.৮৮	৫,৪৯,২৬৫.৪৭	
		মোট		১,৮৪,৯২,৬৪১.৭৮		১,৪৬,১৪,৫৭৮.০৯		১,৭১,১০,৬৯৫.৬৮		১,৭৭,৫৭,৩২৭.৪৭	

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	সেপ্টেম্বর/১৩		অক্টোবর/১৩		নভেম্বর/১৩		ডিসেম্বর/১৩		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	২,৭৯,৬১,৬৭৯.৭৬	২,০৯,৭১,২৫৯.৮২	১,৬৭,০৬,১১২.১৬	১,২৫,২৯,৫৮৪.১২	১,৭০,৯৫,৬৯২.৯৬	১,২৮,২১,৭৬৯.৭২	১,৭৫,৩৫,৮০৯.৩০	১,৩১,৫১,৮৫৬.৯৮	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৬০,৯৭,৩৫০.০০	১৫,২৪,৩৩৭.৫০	৪৮,০১,২০০.০০	১২,০০,৩০০.০০	৪৬,৮৬,১৫০.০০	১১,৭১,৫৩৭.৫০	৩৬,৪০,৮০০.০০	৯,১০,২০০.০০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	৪৯,৫৮,৬৫৪.৫৯	১২,৩৯,৬৬৩.৬৫	৪৪,২৮,১৪৭.৩৩	১১,০৭,০৩৬.৮৩	৪৯,০৪,৬২০.৭১	১২,২৬,১৫৫.১৮	২৬,১১,০৮৩.৫৮	৬,৫২,৭৭০.৯০	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	১০,৯৯,৬৪৪.০০	২,৭৪,৯১১.০০	১০,১২,৯০৮.০০	২,৫৩,২২৭.০০	১২,০৪,৭০৮.০০	৩,০১,১৭৭.০০	৬,৯৪,৫৬০.০০	১,৭৩,৬৪০.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	১৬,৪৮,৪৭৫.৪৪	৪,১২,১১৮.৮৬	১৬,৩৪,৮৯৪.৪৬	৪,০৮,৭২৩.৬২	৯,৬১,৩৮৪.৩২	২,৪০,৩৪৬.০৮	১৯,৫৫,৩৫৮.০১	৪,৮৮,৮৩৯.৫০	
মোট				২,৪৪,২২,২৯০.৮৩		১,৫৪,৯৮,৮৭১.৫৭		১,৫৭,৬০,৯৮৫.৪৮		১,৫৩,৭৭,৩০৭.৩৮	

ক্রঃ নং	বিবরণ	রেলওয়ের অংশ	জানুয়ারি/১৪		ফেব্রুয়ারি/১৪		মার্চ/১৪		এপ্রিল/১৪		মোট
			মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	মোট আয়	রেলওয়ের অংশ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১.	গুদাম ভাড়া	৭৫%	১,৮৯,৬০,৩৯৬.৭২	১,৪২,২০,২৯৭.৫৪	১,৫৩,১৯,৯৭৮.৮০	১,১৪,৮৯,৯৮৪.১০	১,৬৪,০৯,৪৭০.৮৪	১,২৩,০৭,১০৩.১৩	১,৮৭,২১,৭৩২.৩৬	১,৪০,৪১,২৯৯.২৭	
২.	লিফট অন/ অফ চার্জ	২৫%	৪০,৫৪,৬৫০.০০	১০,১৩,৬৬২.৫০	৩৭,৬০,৬৫০.০০	৯,৪০,১৬২.৫০	৪৮,১৩,৩৫০.০০	১২,০৩,৩৩৭.৫০	৪৫,৬৭,৬৫০.০০	১১,৪১,৯১২.৫০	
৩.	এক্সট্রা মুভমেন্ট চার্জ	২৫%	৪২,০২,১৮১.৬১	১০,৫০,৫৪৫.৪০	৪৪,০৮,৫৮৩.৬১	১১,০২,১৪৫.৯০	৪৬,০০,৯৫৮.১৭	১১,৫০,২৩৯.৫৪	৪২,২৯,২৩৪.৫৪	১০,৫৭,৩০৮.৬৩	
৪.	হোয়েস্টিং চার্জ	২৫%	৯,৯২,২৮০.০০	২,৪৮,০৭০.০০	১৩,৬৭,৩৬৪.০০	৩,৪১,৮৪১.০০	১২,৩৬,৬৭২.০০	৩,০৯,১৬৮.০০	১০,৯৭,০০৪.০০	২,৭৪,২৫১.০০	
৫.	এল সি এল	২৫%	১৩,৬৩,৩১৯.০৩	৩,৪০,৮২৯.৭৬	১০,৮৩,৫৯৪.২১	২,৭০,৮৯৮.৫৫	১৫,৮৬,০১২.৫১	৩,৯৬,৫০৩.১৩	১১,২৯,৭৬২.০০	২,৮২,৪৪০.৫০	
		মোট		১,৬৮,৭৩,৪০৫.২০		১,৪১,৪৫,০৩২.০৫		১,৫৩,৬৬,৩৫১.৩০		১,৬৭,৯৭,২১১.৯০	

সর্বমোট =

(২,৩৩,৩৭,৭৪৪.২৯ + ১,৮০,৬৯,০০৭.৫৫ + ১,৮৬,৪৫,৯০৭.২২ + ২,১১,৬৬,০৪৮.৮৮ + ২,৩৮,২২,৩১০.৯৮ + ২,৪৩,৯৭,৩৩৮.৮২ + ২,০২,৫৭,১৩৩.৮২ + ১,৬৫,১৫,১৩৭.৭০ + ২,৮১,৭১,৭০০.৭৯ + ১,৮১,৫২,৯৩৯.৬৭ + ১,৮৯,৮৪,৫৩৯.৪৩ + ১,৭৯,১২,১২৪.৩০ + ২,৬৫,৪৭,৮৩৬.৫৯ + ২,৩৬,২২,৪৭৮.৯০ + ১,৮৬,৭৯,৫২২.৮৩ + ১,৭২,৪৬,৭৫১.৬০ + ১,৮৪,৯২,৬৪১.৭৮ + ১,৪৬,১৪,৫৭৮.০৯ + ১,৭১,১০,৬৯৫.৬৮ + ১,৭৭,৫৭,৩২৭.৪৭ + ২,৪৪,২২,২৯০.৮৩ + ১,৫৪,৯৮,৮৭১.৫৭ + ১,৫৭,৬০,৯৮৫.৪৮ + ১,৫৩,৭৭,৩০৭.৩৮ + ১,৬৮,৭৩,৪০৫.২০ + ১,৪১,৪৫,০৩২.০৫ + ১,৫৩,৬৬,৩৫১.৩০ + ১,৬৭,৯৭,২১১.৯০) = **৫৩,৭৭,৪৫,২২২/১০।**

<u>মহাপরিচালকের বক্তব্য</u>

ক) **প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা/পূর্ব, বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের নিয়ন্ত্রানাধীন রেলভূমি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে (ফয়'স লেক-এ্যামিউজমেন্ট পার্ক, সিএনজি/ফিলিং স্টেশন, ইউএসটিসি, চক্ষু হাসপাতাল) বরাদ্দ প্রদান এবং <u>লিজ ও লাইসেন্স ফি আদায় সংক্রান্ত হিসাবের উপর বিশেষ নিরীক্ষা ।</u>**

বাংলাদেশ রেলওয়ে একটি সেবামূলক সরকারী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। রেলওয়ের রাজস্ব আয়ের একটি উৎস হলো রেলওয়ের অব্যবহৃত জমি-জমা ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেয়া। ভবিষ্যতে রেলওয়ের নিজস্ব কাজে ব্যবহৃত হবে না এমন জমি-জমা বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেয়ার বিধান রয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের আওতাভূক্ত ভূমি লিজ/ইজারা দেওয়ার দায়িত্ব পূর্বাঞ্চলীয় ভূ-সম্পত্তি বিভাগের উপর ন্যস্ত। ইজারা প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে কনকর্ড গ্রুপ এর নিকট লিজ দেওয়া ফয়'স লেক, সিএনজি স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট লিজ দেওয়া হয়েছে। লিজ প্রদানকৃত প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুকূলে বরাদ্দকৃত রেলভূমির লিজ দলিলাদির বাস্তবতা নিরীক্ষা করা হয়েছে। নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, যথাযথভাবে ইজারা প্রদান, সময়মত ও নিয়মিত লাইসেন্স ফি আদায়, দক্ষতার সহিত চুক্তি সম্পাদন করা ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা রয়েছে। নিরীক্ষায় পরিলক্ষিত অনাদায়ী, দাবিহীন প্রাপ্য অর্থ ও অন্যান্য আর্থিক অনিয়ম/ক্ষতির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট অফিস প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরীক্ষা'র জিজ্ঞাসা ইস্যু করা হয়। যে ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত গুরুতর আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম, অপচয় ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতির উপর সঠিক মন্তব্য ও সন্তোষজনক কোন জবাব পাওয়া যায়নি এবং অডিট আপত্তির প্রেক্ষিতে সন্তোষজনক কার্যক্রম গৃহীত হয়নি, কেবলমাত্র সে সকল আর্থিক কিংবা হিসাব সংক্রান্ত অনিয়ম ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়গুলো এ রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত ২০ টি আপত্তি ২০/০৫/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ০৭/০৭/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ০৪/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। উক্ত ২০টি আপত্তির মধ্যে গুরুত্ব বিবেচনা করে ০৬ টি আপত্তিকে এ রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

খ) **বাংলাদেশে রেলওয়ের রাজস্ব খাতভূক্ত ০৩(তিন)টি প্রকল্পের ২০০৮-২০০৯ হতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের ইস্যুভিত্তিক এবং কন্টেইনার পরিবহনের মাধ্যমে ২০০৯-২০১০ হতে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের উপর <u>বিশেষ নিরীক্ষাঃ</u>**

<u>তিনটি প্রকল্পঃ</u>

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে বাংলাদেশ রেলওয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। এটি দেশের বৃহত্তম যোগাযোগ মাধ্যম। এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে পরিচালিত হলেও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবেও বিবেচিত। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্নভাবে রেলওয়ের উপর নির্ভরশীল। ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা ও বেনাপোল স্টেশনের পুনর্বাসন অপরিহার্য হওয়ায়, তারাকান্দি হতে যমুনা সেতু পর্যন্ত রেললাইন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় এবং ২০০৭ সনের বন্যায় বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের বেশ কিছু রেলপথ, ব্রীজ/কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বর্ণিত ০৩ টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

উক্ত ০৩ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কি কি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে/হচ্ছে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ানুবর্তিতা ও অন্যান্য কি আর্থিক অনিয়ম সংগঠিত হচ্ছে তা পরীক্ষা করার জন্য সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং-

সিএজি/অডিট/রেলওয়ে/অডিট প্ল্যান/২০১৩-১৪/৫২৬(১৩)/১৬১৮; তারিখঃ ০২/৯/২০১৩ খ্রিঃ মোতাবেক সেপ্টেম্বর/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ০৩ টি প্রকল্পের ইস্যুভিত্তিক নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় ৪২টি (১ম পর্যায়ে ৩১টি ও ২য় পর্যায়ে ১১টি) আপত্তি উত্থাপিত হয় যা অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ ০১ টি অনুচ্ছেদকে খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ এ পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট প্রতিবেদনের ১ম পর্যায়ে উত্থাপিত ৩১ টি আপত্তি ০৪/০২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৩/৪/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। ২য় পর্যায়ের উত্থাপিত ১১টি আপত্তি ৮/১২/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৫/০২/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২২/০৩/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

<u>কনটেইনার পরিবহনঃ</u>

চট্টগ্রাম হতে ঢাকা এবং ঢাকা হতে চট্টগ্রাম রেলপথে কন্টেইনার পরিবহনের জন্য ঢাকার কমলাপুরে ৩৭.২২ একর জমির উপর ICD (Inland Container Depot) স্থাপন করা হয়।

১৯৮৬-৮৭ সন হতে কন্টেইনার পরিবহন কাজ শুরু হয়। তবে কন্টেইনার সার্ভিস পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়ে ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মধ্যে ০২/৪/১৯৯৬ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং এই চুক্তির মেয়াদ ২০১০ সনে সমাপ্ত হয়। এরপর ০৯/৬/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে পুনরায় নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে নতুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও রেলওয়ের অনেক পাওনা অর্থ অনাদায়ী রয়েছে যার ফলে বাংলাদেশ রেলওয়ে তথা সরকারের বিপুল রাজস্ব আদায় ব্যাহত/ক্ষতি হচ্ছে। সিএজি কার্যালয়ের পত্র নং- সিএজি/অডিট/রেলওয়ে/অডিট প্ল্যান/২০১৩-১৪/৫২৬(১৩)/১৮৫৪; তারিখঃ ১৪/৫/২০১৪ খ্রিঃ এর নির্দেশ অনুযায়ী উল্লেখিত বিষয়ে নিরীক্ষা কার্য পরিচালনার জন্য ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১ ও ২০১১-২০১২ অর্থ বছর পর্যন্ত সময়ের হিসাব ও কর্মকান্ডের (আয় ও ব্যয়ের) উপর বিশেষ নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষায় মোট ১১টি আপত্তি উত্থাপিত হয়। যা অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে জারী করা হয়। পরবর্তীতে যাচাই বাছাই করতঃ গুরুত্বানুসারে ০২ টি অগ্রিম অনুচ্ছেদকে খসড়া অনুচ্ছেদে উন্নীত করতঃ এ পান্ডুলিপিতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

এ অডিট প্রতিবেদনে উত্থাপিত ১১ টি আপত্তি ১৭/০৭/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে অগ্রিম অনুচ্ছেদ হিসেবে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবর জারী করা হয় এবং ১৭/০৯/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একখানা তাগিদ পত্র প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে ২০/১১/২০১৪ খ্রিঃ তারিখে একটি আধা-সরকারি পত্র ইস্যু করা হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

সংশ্লিষ্ট আপত্তিতে সংগঠিত অনিয়ম, আর্থিক ক্ষতি, অপচয় ও বিধি বিধানের ব্যত্যয়, অনিয়ম সংগঠনের সাথে জড়িতদের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, অনাদায়ী/ক্ষতির অর্থ আদায় ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ বাংলাদেশ রেলওয়ের এই সেক্টরে বিদ্যমান অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে রেলওয়েকে একটি লাভজনক ও সর্বাধিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখতে পারে।

বঙ্গাব্দ

তারিখঃ ______________________

খ্রিস্টাব্দ

(নূরুন নাহার)

মহাপরিচালক

রেলওয়ে অডিট অধিদপ্তর, ঢাকা।